মেরিলিন মোনরো[১]-র জন্য প্রার্থনা

প্রভু
মেরিলিন মোনরো নামে সারা দুনিয়ায় পরিচিতি
এই বালিকাকে গ্রহণ করো
যদিও এটা ওর সত্যিকারের নাম ছিল না
(কিন্তু ওর সত্যিকারের নাম তুমি জানো,
৯ বছর বয়েসে ধর্ষিতা অনাথ আর দোকানের অল্পবয়সী কর্মচারিটির
যে ১৬ বছর বয়েসে মেরে ফেলতে চেয়েছিল নিজেকে
আর এখন তোমার সামনে সে নিজেকে হাজির করেছে কোনোরকম
সাজগোজ না করে
সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার জন্য তার প্রতিনিধিকে না নিয়ে
ছবি ছাড়া আর অটোগ্রাফ না বিলিয়ে
একা যেরকম রাতের মহাশূন্যের মুখোমুখি একজন নভশ্চর।

শিশুকালে সেই মেয়েটি স্বপ্ন দেখেছিল যে একটি গির্জার ভেতরে সে নগ্ন
(Time[২]-এর গল্প অনুযায়ী)
উপচে পড়া ভিড়ের সামনে, মাথাগুলো মেঝেতে নোয়ানো অবস্থায়
আর তাকে হাঁটতে হয়েছিল পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে
যাতে মাথা না মাড়িয়ে যেতে হয়
তুমি আমাদের স্বপ্নগুলোকে মানসিক রোগের চিকিৎসকের চাইতেও ভালো
চেনো।
গির্জা, বাড়ি, গুহা এসবই হল মাতৃজরায়ুর নিরাপত্তা
কিম্বা তার চাইতেও বেশি কিছু...
মাথাগুলো হচ্ছে গুণগ্রাহীদের, এটা পরিষ্কার
(আলোর ঝর্নার তলায় অন্ধকারে মাথার ভিড়)
কিন্তু 20th Century Fox[৩] -এর স্টুডিয়োগুলো কোনো মন্দির নয়।
মন্দির— মার্বেল পাথরের আর সোনার— হচ্ছে তার শারীর-মন্দির
যেখানে হাতে একটা চাবুক নিয়ে মানব সন্তান
তাড়িয়ে দিচ্ছেন 20th Century Fox-এর ব্যবসাদারদের
যারা প্রার্থনা-গৃহকে বানিয়ে তুলেছিল চোরেদের গুহা।

প্রভু
পাপে আর তেজস্ক্রিয়তায় কলুষিত এই পৃথিবীতে
দোকানের অল্পবয়স্ক এতখানি একা একটি মেয়ে কর্মচারিকে তুমি
দোষী সাব্যস্ত করো না।
দোকানের সমস্ত অল্পবয়স্ক মেয়ে কর্মচারিদের মতনই সে
স্বপ্ন দেখেছিল সিনেমা-নক্ষত্র হয়ে ওঠার।
আর তার স্বপ্ন বাস্তব হয়েছিল (কিন্তু টেক্‌নিকালার-এর বাস্তবতা যেরকম)
আমরা যে স্ক্রিপ্ট তাকে দিয়েছিলাম— আমাদের নিজেদের জীবনের—
সেই মোতাবেক অভিনয় করা ছাড়া
সে-মেয়েটি আর কিছুই করেনি
আর সেটা ছিল একটা আজগুবি স্ক্রিপ্ট
'ওকে ক্ষমা করে দিও প্রভু আর ক্ষমা করে দিও আমাদের
আমাদের 20th Century-র মুখ চেয়ে
এই অতিকায় মহাপ্রযোজনার মুখ চেয়ে
যেখানে সবাই আমরা কাজ করেছি।
সে-মেয়ের ছিল ভালোবাসার খিদে আর আমরা তার হাতে
তুলে দিয়েছিলাম স্নায়ুকে নিস্তেজ করার ওষুধ।
সন্ত হতে না-পারার দুঃখের কারণে
তাকে যা নেওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছিল মনোচিকিৎসক।

প্রভু, মনে রেখো ক্যামেরার প্রতি তার ক্রমবর্ধমান ভীতি
আর সাজগোজের প্রতি ঘৃণাকে—
প্রতিটি দৃশ্যের জন্য সাজগোজ করার চাপ—
আর কেমন করে বেড়ে উঠল ভয়
আর বেড়ে গেল লেখাপড়ার জন্য সময়ানুবর্তিতার অভাব।

দোকানের সমস্ত মহিলা কর্মচারি যেরকম
স্বপ্ন দেখেছিল সিনেমা-নক্ষত্র হয়ে ওঠার
আর তার বেঁচে থাকাটা ছিল স্বপ্নের মতন অবাস্তব যা ব্যাখ্যা করেন
আর ফাইলে গুছিয়ে রাখেন মনোবিদ।

ওর রোম্যান্স ছিল চোখ-বোজা অবস্থায় একটা চুম্বন
যখন চোখ খোলে
বুঝতে পারে যে সে ছিল রিফ্লেক্টরের নিচে
আর রিফ্লেক্টরগুলো নিবে গেছে!
আর ভাঙা পড়ে ঘরের দুটো দেয়াল (ওটা ছিল সিনেমার সেট)
এরই মধ্যে তাঁর নোটবইটাকে নিয়ে দূরে চলে যান পরিচালক
কেননা দৃশ্যটা ইতিমধ্যেই তোলা হয়ে গেছে।
অথবা যেন ইয়াক্টে চড়ে ভ্রমণ, একটা চুমু সিঙ্গাপুরে, রিওতে নাচ
উইন্ডসরের ডিউক ও ডাচেসের প্রাসাদে অভ্যর্থনা
অ্যাপার্টমেন্টের বসবার ঘরে হতশ্রী দৃশ্যপট।

অন্তিম চুম্বন ছাড়াই ছবিটা শেষ হয়ে গেল।
তাকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল মৃত তার বিছানায়
আর গোয়েন্দারা জানতে পারেনি কাকে সে টেলিফোন করতে
ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল।
তা ছিল এমনটাই
যেন কেউ একজন যে ডায়াল করেছে
একমাত্র বন্ধুত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বরের নম্বরে
আর শুনতে পাচ্ছে রেকর্ড করা ভীষণ নিঃসঙ্গ এক গলা
যা তাকে বলছে: WRONG NUMBER
অথবা কেউ একজন যেন যে আহত গুণ্ডাদের হাত মেলে
বাড়িয়ে দিচ্ছে তার-কাটা টেলিফোনের দিকে নিজের হাত।

প্রভু
সে তুমি যেই হও না কেন তোমাকে ফোন করতে
গিয়েছিল সেই মেয়ে
আর সে ফোন করেনি (সম্ভবত তুমি কেউ ছিলে না
অথবা কেউ একজন ছিলে যার নম্বর
লোস আনহেলেস[৪]-এর ডিরেকটরিতে নেই)
টেলিফোনের উত্তর দিও তুমি!

☐ ১. মেরিলিন মোনরো (**Merilyn Monroe**) : ১৯২৬-১৯৬২। আসল নাম নোরমা হেআনে বাকের (Norma Jeane Baker)। চলচ্চিত্র অভিনেত্রী, মডেল, গায়িকা। অভিনেত্রী এবং যৌনতার প্রতীক হিসেবে জনপ্রিয়। মৃত্যুর কারণ, অধিকমাত্রায় বার্বিচুরেত (barbitúrico) গ্রহণ। বিয়ে করেছিলেন নাট্যকার আর্থার মিলার (১৯১৫-২০০৫) কে। কবি এখানে তাঁর অভিনীত যে শেষ ছবির কথা উল্লেখ করেছেন সেটি **John Huston** পরিচালিত **The Misfits**।

☐ ২. **Time** : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা, যার সংস্করণ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বের হয়। প্রতিষ্ঠাতা— **Briton Hadden** এবং Henry Luce।

☐ ৩. **20th Century Fox** : যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেস-এর সেঞ্চুরি শহর এলাকায় অবস্থিত চলচ্চিত্র স্টুডিয়ো। ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত।

☐ ৪. **লোস আনহেলেস (Los Angeles)** : আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া প্রদেশের দক্ষিণে অবস্থিত শহর। হলিউড সিনেমার স্টুডিয়ো-শহর হিসেবে বিখ্যাত।

☐ Oración por Merilyn Monroe

একটি সংযোজন

এর্নেস্তো কার্দেনাল এবং আমি/ রোবের্তো বোলানিও

হাঁটছিলেন, ঘর্মাক্ত আর সারা মুখে
চুল লেপ্টে আছে
যখন দেখলাম আমি এর্নেস্তো কার্দেনাল-কে যিনি
উল্টোদিক থেকে আসছিলেন
আর অভিবাদন করার ঢঙে তাঁকে বললাম :
হে পিতঃ, স্বর্গরাজ্যে

যাকে বলে সাম্যবাদ,
সমকামীদের স্থান আছে?
হ্যাঁ, বললেন তিনি
আর নাছোড় হস্তমৈথুনকারীদের?
যৌনদাসেদের?
যৌনতা নিয়ে ঠাট্টাতামাশাকারীদের?
ধর্ষ-মর্ষকামীদের, বেশ্যাদের, পায়ুপথ নিয়ে
উৎসাহীদের,
যারা আর সইতে পারছে না, যারা সত্যিই
এখনও পর্যন্ত পারছে না সহ্য করতে?
আর কার্দেনাল বললেন হ্যাঁ।
আর আমি চোখ তুলে চাইলাম
আর মেঘগুলোকে দেখতে লাগছিল
হালকা গোলাপি হাসি বিড়ালের
আর গাছপালা যেগুলো ফোঁড় তুলেছিল টিলাতে
(টিলা যেটা আমাদের আরোহণ করতেই হবে)
ডালপালা নাড়ছিল।
বুনো গাছ, যেরকমটা বলে আরকি
কোনো একদিন বিকেল হওয়ার অনেক আগে
তোমাকে আসতে হবে
আঠালো বাহুপাশে আমার, আমার আকর্ষের মতন
বাহুপাশে,
আমার হিমশীতল বাহুপাশে। সবুজ শীতলতা
যা খাড়া করে তুলবে তোমার চুল।

□ রোবের্তো বোলানিও (**Roberto Bolaño**): ১৯৫৩-২০০৩। দক্ষিণ আমেরিকার চিলে(Chile)-র কবি ও ঔপন্যাসিক। কবিতায় অববাস্তবতা বা ইনফ্রাররেয়ালিস্‌মো (Infrarrealismo) আন্দোলনের অন্যতম প্রধান উদ্গাতা।

□ Ernesto Cardenal y Yo